Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-III, January 2017, Page No. 20-29
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কেবেকের প্রতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আগ্রহ

Serge Granger
Professeur agrégé, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke

Abstract

At the end of the nineteenth century, Indian reformers, notably among the Indian National Congress, examined Canada's constitutional evolution which provided an example of responsible government among the British colonies. French Canadians, contrary to Indians, could attain the highest post within the British administration. This article examines Indian reformers' comments on Canada, especially toward French Canadians, to demonstrate that briefly, Canada represented a constitutional model for greater Indian autonomy within the Empire.

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কেবেক ও কানাডার সাংবিধানিক আদর্শের প্রতি আগ্রহ বিস্ময়জনক। ভারতীয় সংস্কারকারকেরা, মহরাজারা এবং বুদ্ধিজীবিরা বহু শতাব্দী ধরে দাবি জানিয়ে এসেছেন একটি সাংবিধানিক উপনিবেশিক অপসারণের, ঠিক যেমনটি ঘটেছিলো 1837 থেকে 1834 সালের কেবেকের আন্দোলনে। Allan Octavian Hume ও Khrisna Gopal Gokhale যারা ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সম্ভাব্য পরিচালক যারা কেবেক ও কানাডার সাংবিধানিক সংস্কারের ব্যাখ্যা করে সমসাময়িক ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভারত সরকারের কাছে। অনেকটা এইভাবেই রাজনৈতিক প্রভাবের জোয়ার ছড়িয়ে পরে Saint-Laurent উপত্যকা থেকে গঙ্গার কূলে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলিকে ভারতীয় প্রিজমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ যা আমাদের প্রদর্শিত করে কেবেকের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি ভিন্ন দৃশ্য। এই প্রাচীন সভ্যতা যা বহু অবদান রেখেছে সাংস্কৃতিক ধারণার আধুনিকরণের এবং যা অনেক অংশেই আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের পথকে প্রশস্ত করেছে। কেবেক ও ব্যাতিক্রম নয় এই আন্তর্জাতিক সত্যতা থেকে। কেবেকেরও প্রয়োজন আধুনিকরনের যা কখনও কখনও অনুভূত হয়। এই প্রবন্ধে উপনিবেশিক ইতিহাসের একটি বিপরীত দিক কে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিবেশিক সংবিধানের পরিকাঠামোগত সংস্কার মূলত লন্ডনের থেকে আসে যা শুধুমাত্র একটি কাল্পনিক ধারণাই নয় বরং দেখা যায় যে সরকারের রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও সরকারি প্রতিনিধিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এইভাবে সাংবিধানিক সংস্কার সংগঠিত হয় মানুষের আবেদনের উপর ভিত্তি করে। এরই ফল স্বরূপ উপনিবেশের অধীনস্থ মানুষের ধারণায় স্থান পায় রাজনৈতিক সমালোচনা এবং যা প্রস্তাব রাখে একটি গতিশীল উপনিবেশিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বর্তমানকে বর্জন করে।

উপনিবেশিক অধীনস্থ মানুষের মুখে তাদের উপনিবেশিক ইতিহাসের বর্ণনা যা নিঃসন্দেহে বিশ্লেষণ করে একটি বৈপ্লবিক সংস্কারের কৌশলকে। এই সংগ্রাম যা মঞ্জুর করে স্বজনপ্রীতিকে সরকারি স্বায়ত্তশাসনে রূপান্তরিত হতে। কানাডার রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিথিলতা যা ত্বরান্বিত করে জাতিয় আকাঙ্ক্ষাকে হিংসার পথে, উদাহরণস্বরুপ বলা যায় 1837 ও 1838 সালকে। সরকারের পরিচয় যা উপনিবেশের অধীনস্থ মানুষের চাপের সমাধান হিসাবে সামরিক ও রাজনৈতিক পথকে বেছে নেয় যার অনুসারে স্থানীয় বুর্জোয়াদের দায়িত্ব দেওয়া হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং অপর দিকে গীর্জাতকে দেওয়া হয় নীতি সংরক্ষণের ভার।

কেবেকের উপনিবেশিক ও রাজনৈতিক সাফল্য যা অনুপ্রেরিত করে বহু ভারতীয় সংস্কারকদের কেবেকের গঠনমূলক নীতিকে খতিয়ে দেখার জন্য যা গঠিত হয় কেবেক ও কানাডার 20 শতাব্দীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিশীলতা ও মন্ত্রিত্ব দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে। বহু ভারতীয় সংস্কারকদের পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করেছে যে কেবেক ও কানাডার দায়িত্বপূর্ণ সরকারের পরিকাঠামো একটি আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমৃদ্ধতা নিয়ে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাত ভারতীয়দের কানাডা ও কেবেকের গঠনগত সংবিধানের উপর আগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ইংরেজদের অধীনস্থ ভারতীয়রা বিবেচনা করে কেবেক ও কানাডার সংবিধানকে এ যেনো অনেকটা একই সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে আইনি সাফল্য। ফরাসি কানাডার ইংরাজ বিরোধী প্রকৃতি এবং কেবেকের রাজনৈতিক সাফল্য যা প্রদর্শন করে ইংরাজ সাম্রাজ্য বিরোধী মানুষদের একটি সাংবিধানিক বিবর্তনের আদর্শকে।

এই গবেষণায় ব্যাখা করা হয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের কেবেক ও কানাডার সংবিধানের প্রতি আগ্রহের কারণ কে এবং কিভাবে তাদের এই আগ্রহ ভারতীয় জাতিয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে উনবিংশ শতাব্দির শেষ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। ইংরাজ সাম্রাজ্যের নিপুণ বিশ্লেষণ যা এই প্রথমবার আমাদের সুযোগ করে দেয় কেবেক ও ভারতবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সমন্বয় কে তুলে ধরতে। ইংরাজ সাম্রাজ্য অনেকটা আধারের মত বহন করে প্রতিবাদী ধারণার যার আধুনিকরণ হয় সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও প্রচলিত ভাষা ইংরাজির মাধ্যমে। অতঃপর কেবেকের প্রসঙ্গে ভারতীয় সূত্রের বিশ্লেষণে প্রকাশিত হয় এই বিশ্লেষণের কারণ এবং কিভাবে এটি সন্নিবেশিত হয় ভারতীয় স্বাধীনতার কারিগর ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভাষণে।

ইংরাজ সম্রাজ্য: ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড যারা বহু দিনের বিশ্বায়ণের প্রধান কারিগর। এই দুটি প্রধান উপনিবেশিক শক্তি যারা ভারত ও কেবেকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে যুদ্ধ ও জয়লাভের মাধ্যমে। সাত বছর ধরে চলা যুদ্ধের পূর্বে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে গঠিত হওয়া বাণিজ্যের প্রভাব যা কেবেকে স্বল্পই ছিলো। অপর দিকে এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইংরাজের একচেটিয়া প্রভাব পরে ভারত ও কেবেকের সম্পর্কের উপর। এই যুদ্ধের ফলে উওর আমেরিকা থেকে ফ্রান্সের আধিপত্যতা অপসারিত হয় এবং ভারতে তাদের শুধুমাত্র পাচটি উপনিবেশ সংরক্ষিত থাকে, পন্ডিচেরি হলো তাদেরই মধ্যে অন্যতম। ফরাসি প্রতিযোগিতার অপসারণ হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি পরিচালিত করে একটি ধারাবাহিক জয় উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত। 1760 থেকে 1848 সাল পর্যন্ত কেবেক ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতি হয় কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের ইংরাজ উপনিবেশ যা উন্নীত করে সম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র গতিশীলতার। এছাড়াও ইংরাজ অধিপত্যতা মঞ্জুর করে একাধিক কেবেকোয়াদের ইংরাজ উপনিবেশের অধীনস্থ সামরিক ও প্রশাসনিক পদে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের অস্তিত্বের বজায় রাখতে। সাত বছর ধরে চলাকালীন যুদ্ধে ভারতে ও কেবেকে ইংরাজদের উপস্থিতি যা জন সমৃদ্ধি প্রয়োজনীয়তাকে সৃষ্টি করে।

অনেক ভারতীয় চিন্তাবিদদের কাছে ইংল্যান্ডের মাধ্যমে কেবেক ও কানাডার রাজনৈতিক সংস্কার যা প্রকৃতপক্ষে একটি সাংবিধানিক গবেষণা যা সফল করে প্রতিনিধিদলকে উপনিবেশের উপর ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করতে। প্রাথমিক ভাবে 1791 সালে নিম্ন কানাডায় প্রতিষ্ঠিত হয় সভাগৃহ। সরকারি পরিকাঠামো প্রতিস্থাপিত হয় যা ঘোষণা করে উপবেশিক প্রশাসনিক দায়িত্বের প্রত্যাশাকে। ফরাসি ও আমেরিকান মুক্তিবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসি কানাডিয়ান দেশপ্রেমীদের প্রয়োজন হয় উপনিবেশিক বাজেট ও স্থানীয় খরচের উপর হস্তক্ষেপের।

নিম্ন ও উচ্চ কানাডার এই সভাগৃহ যা রূপান্তরিত হয় ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত সভায়। বাজেটের বিষয়ে ভারতের মতই কেবেকে অভিজাতদের হীনমণ্যতা স্বীকার হতে হয়। Louis-Joseph Papineau নিম্ন কানাডার আইন-সভার প্রধান যিনি একাধিকবার অনুরোধ জানান কার্য নির্বাহ করার উপর বাজেট নির্বাচনের ক্ষমতার অধিকারের জন্য। যখন নিম্ন ও উচ্চ কানাডায় সম্মেলন হয় যেখানে Louis-Joseph Papineau ও John Neilson যিনি ইংল্যান্ডে আবেদন পাঠান এই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য। এই সম্মেলনে Papineau রক্ষণশীল ইংরেজদের সমালোচনা করে এবং তাদের প্রধান Joseph Hume, ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির প্রসঙ্গকে তুলে ধরেন।

রক্ষণশীল ইংরাজদের সঙ্গে সম্পর্ক যা সংসদের কাছে উপনিবেশিক দুর্নীতিকে তুলে ধরে। Hume ও Papineau বর্ণনা করেন একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের যার প্রয়োজন ছিলো উপনিবেশিক সাংবিধানিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং মন্ত্রীও দায়িত্বের অধিকারের। Papineau এর 92 টি ফলাফল যার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বাধ্য করে উপনিবেশের অন্তর্গত একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকারের নির্বাচনের যার বাজেটের খরচের পর্যবেক্ষণের অধিকার থাকবে। দাবিগুলির মধ্যে 88 তম সমাধানের শর্ততে বলা হয় "এই কমিটির Joseph Hume এর মতবাদ ও আত্মবিশ্বাস ও দুরদর্শিতা যা উপনিবেশের মধ্যে সাংবিধানিক ও আইনি নিপুন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করে।"

Hume যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন উপনিবেশের সংরক্ষণের জন্য। যার জন্য তিনি উদয় অস্ত পরিশ্রম করে তার চারজন সহকর্মীর সহিত। ইংরাজদের অভদ্র আচরণের বিরুদ্ধে অভিজাত প্রতিনিধিদের আন্দোলন প্রকৃত ইংরাজদের এবং যা সমর্থন করে তাদের ভুল সম্পর্কে অবগত হতে এবং আমাদের কে কিনতে। অশিক্ষিত মানুষেরা যারা আমাদের কে দোষী করেন সমস্ত বিরোধিতামূলক অনুভূতির অবসানের জন্য তারা কি সত্যই দুর্নীতিগ্রস্ত নন?[1]

লন্ডনের বধিরতাই দেশপ্রেমিকদের নির্বাচনের জয়লাভ কে ঘনীভূত করে ও দায়িত্বপূর্ণ সরকারের উপর বিদ্রোহের এক প্রবল চাপের সৃষ্টি করে। 1837 এবং 1838 সালের বিদ্রোহ যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের সাংবিধানিক সংশোধন। Durham এর প্রতিবেদন যা ফরাসি ইতিহাসে কুখ্যাত অধ্যায় রচিত করে আত্তিকরণের প্রস্তাবের মাধ্যমে। যদিও এই প্রতিবেদন ইংরাজি ইতিহাসে ধনাত্মক হিসাবে দেখা হয় কারণ Durham নির্ণয় করেন উপনিবেশের দায়িত্বপূর্ণ সরকারকে সহায়তা করা ও একটি ঐক্যবদ্ধ কানাডার গঠনের প্রয়োজনীয়তা (যদিও ইংরাজ সরকার নতুন সভার আইন বাতিল করে) 1840 সালের Union Act অনুসারে ইংরাজিকে ঘোষণা করা হয় কানাডার শুধুমাত্র সরকারি ভাষা এবং ফরাসি কে নিষিদ্ধ করা হয় আইন আদালত থেকে। 1841 ও 1848 সালে সরকারি নীতির সংস্করণ হয় Baldwin Lafontaine মাধ্যমে যিনি ফরাসি ভাষা কে কানাডার প্রশাসনের কাজে ফিরিয়ে আনেন 1848 সালে এবং কেবেকের বিধানসভার সদস্যরা নির্বাচন হন ফরাসিদের দ্বারা। ঐক্যবদ্ধ কানাডার গঠন যা অবশেষে সম্ভব হয় এবং উওর আমেরিকার সাংবিধানিক আইন অনেকটা যেন সাংবিধানিক বিকেন্দ্রিকরণের প্রতীক যা উপনিবেশদের কাছে প্রস্তাব রাখে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের ঠিক যেমনটা ঘটেছিলো ইংরাজ অধীনস্থ ভারতের ক্ষেত্রে। ইংরাজ প্রসঙ্গ যা সাধারণ আলোচিত বিষয় হয়ে যায় ভারত ও কানাডার ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 1892 Dadabhai Naoroji, ভারতীয় কংগ্রেসের সহ প্রতিষ্ঠতা যিনি প্রথম এশিয়ান যিনি নির্বাচিত হন লন্ডনের কমন চেম্বারে: "আমরা জাহির করি যে আমারা ইংরাজ নাগরিক আর তার স্বপক্ষেই আমরা দাবি করতে পারি সমস্ত ইংরাজ নাগরিকদের অধিকার[2] "

ভারতীয় সূত্র : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারতের সূত্রের বিশ্লেষণ যা পরিচিতি দেয় কেবেকের বিদ্রোহ এবং পরিবর্তনের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উপনিবেশে নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কানাডার দায়িত্বপূর্ণ সরকারের শাসন ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়া যা প্রেরণাদেয় ভারতীয় সংস্কারকদের। ভারতের ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত অভিজাত

শ্রেণিরা ইংরাজ সাম্রাজ্যের সংবিধানিক ইতিহাসের সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ইংরাজি ও স্থানীয় ভাষার সংবাদ পত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক মতবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে, অনেকটা কানাডার কেবেকেরই মত। কানাডার রাজনৈতিক সংগ্রাম যা বিপুল অবদান রেখেছে সাংবিধানিক পাঠ্য গুলিতে যেগুলি ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলো 1837 ও 1867 সালের মধ্যে।

1848 সালের ঐক্যবদ্ধ কানাডার প্রতিষ্ঠার কিছু বছর পরে, বাংলার British Indian Association একটি আবেদনের প্রচার করে যাতে দাবি কেবেকের দেশ প্রেমিকদের পথকে অনুসরণ করার। 1852 সালে থেকে শুরু করে Bengali Association সুস্পষ্ট করে যে "ভারতে ব্রিটিশ আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয় শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে যা তারা অন্যান্য উপনিবেশের থেকে করে থাকে"[3] ইংরাজদের এই উপনিবেশিক জয় চলতে থাকে যতক্ষননা পর্যন্ত 1857 সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই বিদ্রোহ যা ইংরাজদের বিজয়রথ কে আফগানিস্তানের দোরগোরায় স্তব্ধ করে দেয়। 1857 সালের বিদ্রোহের যা ইংরাজদের অন্যতম প্রধান সংস্কার নিয়ে আসে। 1857 সালের পরে Indian Council Act অনুমোদন দেয় কিছু ভারতীয়দের কেন্দ্রিয় সরকারের আইন-সভায় অংশগ্রহণ তথা মাদ্রাজ , বোম্বে ও কলকাতা ও মাদ্রাজের প্রতিনিধিত্বের কাজে।

1867 সালে কানাডার প্রতিষ্ঠা যা প্রথম ভারতীয় সংস্কারকদের কাছে যা সরকারের সাফল্যের পরিচয় দেয়। এইভাবেই উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি নামে একজন ভারতীয় উকিল যিনি উল্লেখ করেন যে উওর আমেরিকার উপনিবেশ যা স্বায়ত্তশাসনের ভূমিকা পালন করে যা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। *East India Association* নামক সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিলো "*Representative and Responsible Government for India*"। ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রথম আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে কানাডার সাংবিধানিক ধরণ যা জাতীয় সত্ত্বার কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে যা নিজস্ব দায়িত্বপূর্ণ সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের এলাকাতে যদিও প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি যা সাম্রাজ্যের উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করে।1847 সালে কিশোর দাস পাল বাংলার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ও Hindu পত্রিকার সম্পাদক যিনি ব্যাখা করেন যে যদি কানাডা অর্জন করতে পারে একটি সংসদ ও তার নির্বাচিত সদস্যদের তাহলে তা ভারতের পক্ষে করা সম্ভব।

আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত [...] ভারতের হোমরুলের প্রতি । যদি কানাডার সংসদ থাকতে পারে, যদি ক্ষুদ্র এবং উন্নত উপনিবেশগুলি যেমন Prince Edward island, New Foundland সাংসদ নির্বাচন করতে পারে , তাহলে অবশ্যই তা ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতও দাবি করতে পারে[4]।

1876 সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন Indian National Association যার উদ্দেশ্য ছিল কানাডার সমতুল্য স্বায়ত্তশাসন গঠন করে তোলা।

এই সংগঠনের প্রধান ধারণাগুলি সংযোজিত করা হয়েছে মুক্ত ইংরাজ উপনিবেশের সংবিধানের থেকে যেমন কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। এই দেশের সংবিধানগুলি সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে পৌছে যাওয়া দরকার যা আমাদের দুটি প্রধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় যেমন ইংরাজ আইনের ধারাবাহিকতা ও এই আইনের অধীনস্থ প্রতিনিধিও, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ভারতীয় সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, (Indian Association)[5]

প্রকৃত রাজনৈতিক অগ্রগামী সংগঠন Indian National Association যাতে Banerjee উল্লেখ করেন যদি কানাডা একটি দায়িত্ববান সরকার পেতে পারে যা শক্তিশালী ইংরাজ সরকারেও শাসনের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করা উচিত।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবি যার আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। শিক্ষিত ভারতবর্ষ অনুভব করতে শুরু করেছে যে নিজস্ব সরকার গঠনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে ঠিক যেমটি সম্ভব হয়েছে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার

ক্ষেত্রে যার নিজ নিজ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ইংল্যান্ডের উপর নির্ভরতা যা নিশ্চিতভাবে একটি ভিন্ন নীতিতে।[6]

এরই স্বপক্ষে কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা অভিযুক্ত করে Times of India নামক পত্রিকাকে দায়িত্বপূর্ণ সরকারের সমস্ত পদক্ষেপের বিরোধিতা করার জন্য কারণ এইরূপ দায়িত্ব সাম্রাজ্য কে বিচ্ছিন্ন করে। "Times of India বিরোধিতা করে ভারতের অন্তর্ভূক্ত প্রতিনিধিমূলক সরকারের ধারণার কারণ যার মতানুসারে এই নতুন ধারণা যা এই দেশের ইংরাজ আইনের অবসান ঘটাবে"[7] কলিকাতার অপর একটি সংবাদপত্র The Navavibbhakar, উল্লেখ করে যে কানাডা সাধারণ মানুষের অর্থনীতির অধিকারের উপর যদিও ভারতীয়রা সমস্ত বাজেট বিষয়ক সিদ্ধান্ত থেকে ব্যাতিত।

একই কাগজে উল্লেখ করা হয় যে ভারতের ইংরাজ প্রসাশন যা তুলনীয় নয় কানাডা, অস্ট্রেলিয় ও নিউজিল্যান্ডের ইংরাজ প্রশাসনের কাছে। ইংল্যান্ডের ভারত ছারা সমস্ত অধিকৃত অংশে প্রতিনিধিত্তমূলক সরকারের ধারণা কার্যকারি হয়েছে যেখানকার মানুষেরা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু ভারতের পুরানো নবাবি ও বাদশাহি শাসন ব্যবস্থা এখনো বহাল আছে। যেখানে সরকারি কর্তৃত্বই সর্বোচ্চ।[8]

অপ্রতুল সংস্কারকারের সামনে ভারতীয় সংস্কারকরা যারা ক্রমশই যাদের রাজনৈতিক চাহিদাকে ইংরাজ প্রশাসনের কাছে সংগঠিত করেছে। এই ক্রমবর্তমান চাহিদার থেকে একটি জাতীয় স্বায়ত্তশাসন যা সংস্কারকদের দ্বিধাগ্রস্ত করে। সংস্কার আনার জন্য হিংসার পথকে অবলম্বন করা যা বিপদজনক বলা যায়, বৃথা এবং যা জাতীয় সংসক্তিকে একটি আধুনিক ভারত নির্মাণে বিঘ্ন ঘটায়।দায়িত্বপূর্ণ সরকারের থেকে অনুমোদন আদায় করার পদ্ধতি যা অন্যতম বড় পদক্ষেপ হয়ে দাড়ায়।

উপনিবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন যা ভারতে প্রতিদ্ধনি ঘটায় যেহেতু কিছু মানুষ আন্দোলন করে ইংরাজ আইনের বিরুদ্ধে কানাডাতে যা সংযোজিতকরা হয়। Louis Riel যিনি union jack এর বিরোধিতা করে উওর পশ্চিম বিদ্রোহের সময়, বহু সংখ্যক ইন্ডিয়ান সংস্কারকরা যারা Riel বিদ্রোহে জড়িয়ে পরে তারা মেতি (Métis) অগ্রগামীদের উপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা কে। Louis Riel এর মৃত্যুকে কলিকাতার সুরোভি নামক পত্রিকায় তুলনা করা হয় ইংরাজ সভ্যতার অবসানের সাথে।

ইংরাজ যারা তাদের নিজেদের সভ্যতার শীর্ষে আরোহন করেছে, যারা Louis Riel এর মতো উদার ব্যক্তিত্বর মৃত্যুদণ্ড দেয় যিনি চেষ্টা করেন কানাডিয়ানদের ইংরাজ অত্যাচারের থেকে মুক্ত করতে। যদিও Louis Riel ইংরাজদের শত্রু হলেও তিনি সম্মানরত হয়ে থাকবেন দেশপ্রেমিক নায়ক হিসাবে যিনি নিজের আত্মবলিদান দিয়েছেন।ইংরাজরা যে মানুষের মৃত্যুদণ্ড দেয় নিজেদের সভ্যতার স্বার্থে।[9]

Riel এর আত্মবলিদান যা বহু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আগ্রহিত করে, যেমনটা দেখতে পাওয়া যায় কলিকাতার পত্রিকায় এছাড়াও Métis অনুপ্রেরণা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। জয়পুরের মহারাজা যিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন Riel এর প্রসঙ্গকে এবং তিনি Chapleau ও Thompson এর বক্তৃতায় Riel এর মৃত্যুদণ্ড ও তার সম্পর্কিত উত্তর পশ্চিম বিপ্লবের সমস্ত তথ্যকে তুলে ধরেন। জয়পুরের মহারাজা যিনি Francois-Xavier Garneau র লেখা কানাডার ইতিহাসের (L'histoire du Canada : History of Canada) প্রথম চারটি বড় অধ্যায় ছাড়াও কানাডার সেনাবাহিনীর সংক্রান্ত বহু নথি সংগ্রহ করেন[10]। জাতীয়তাবাদীদের একটি বৃহৎ অংশ যারা ইংরাজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি অবগত ছিল তাদের সম্মিলিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ যা ভারতীয় আন্দোলনকে বিপুল ত্বরান্বিত করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের অবধি।

ভারতীয় কংগ্রেস: 1885 সালের অবির্ভাব যা ভারত ও কানাডার কেবেকের রাজনৈতিক রীতির আমুল পরিবর্তন আনে, যেহেতু এই সালে ভারতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়। এই কংগ্রেসের সংস্কারকেরা বহু বছর ধরে কানাডার সংবিধানের ধারাকে অবগত করেছিলেন এবং বহু তথ্যের উৎস যা ইঙ্গিত করে ভারতীয় সংস্কারকেরা কানাডার কেবেকের সংবিধানের সমতুল্য একাটি সংবিধানের দাবি জানায়।

যদিও 1837-1838 সালের বিদ্রোহ অসফল হয়, কিন্তু এর সংস্কারমূলকনীতির সূচনা যা উপনিবেশের দায়িত্তশীল সরকারের ধারণার পরিচয় ঘটায় পরে যা ভারতীয় ক্ংগ্রেসের বহু সদস্যদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে। প্রধানত দুটি কারণ যা ভারতীয় কংগ্রেসকে কেবেকের আদর্শের প্রতি আগ্রহিত করে। ভারতের ইংরাজ অধীনস্থ সংবিধান যা ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অধিকারকে প্রচলিত করে। এইভাবেই ইংল্যান্ডের সংবিধানিক রীতির সংস্কার জরুরি হয়ে পরে যার লক্ষ্য ছিলো সংবিধানিক প্রধান ও রাজ্যের আইনের অধিকারের সম্মতি দেওয়া। শুধু মাত্র এই ফরাসিভাষীদের ইংরাজদের উপর অধিকার যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আগ্রহিত করে সংবিধানিক রীতির প্রচলন করা যা 1867 সালের চুক্তির উপর ভিত্তি করে গঠিত। একইভাবে 19 শতকের শেষে তথ্যের বিশ্বায়ণ যা অনুমোদিত করে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সম্প্রচারের ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যের অন্তরে। ইংরাজি পত্র-পত্রিকা এবং আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা যা ভারতীয়দের কানাডার সংবিধানিক সংস্কারের সহিত অবগত হতে সাহায্য করে। এছাড়াও তাদের আইনের ইংরাজি শিক্ষা যা প্রায়ই তাদের সাহায্য করে উপনিবেশের সাংবিধানিক বিবর্তন ও তার সংস্কারের ধারাকে জানতে ও চিনতে। রক্ষণশীল ইংরাজারা ব্রিটিশ সংসদের অন্তরে থেকে অধীনস্থ উপনিবেশগুলি কে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। Hume এর পরিবার যারা উৎসাহিত করে ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ভারতীয় ও ফরাসি কানাডিয়ান সেনাবাহিনীর সম্মিলিত প্রশিক্ষণের।

যেমনটি উপরে আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে কলকাতার বহু ভারতীয় পত্রিকায় কেবেকের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও ফরাসি কানাডার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা হয় তাদের ইংরাজ প্রশাসনের কাছে আবেদনের সমর্থনে। বাংলার এই শহরেই Allan Octovian Hume, অবসর প্রাপ্ত প্রশাসক যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে কথা আলোচনা করেন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। ভারতের বিপুল কাজের সামনে কেবেকে ও কানাডার সাংবিধানিক অনুকরণ যা অত্যন্ত জটিল হলেও একটি আদর্শবান কাজ।

70 বছরে যখন ভারত সরকার কানাডার সরকারের সমতুল্য হবে, যখন প্রত্যকটি প্রদেশের নিজেস্ব রাজ্যসভা থাকবে নীতি নির্ধারণের এবং দেশের একটি সর্বোচ্চ বিসভা যা জাতীয়স্তরের কর্ম নির্ধারণ করবে, এবং যখন শুধু মাত্র ইংল্যান্ডের থেকে স্বীকৃত ব্যাক্তিই ভারতের ভাইসরয় জেনারেল হবে।[11]

Allan Octovian Hume ছিলেন Joseph Hume এর পুত্র (177-1855) একজন চরমপন্থী ইংরাজ এবং 1837-1838 সালের বিদ্রোহের সময়ে Papineau র উপদেষ্টা। Hume যিনি গুরুত্ব দিতেন উপনিবেশের অধীনস্থ মানুষের উপনিবেশের বাজেট নির্ধারণের অধিকারকে। তার মতে ব্যায়কে সুস্পষ্ট ভাবে বহন করতে হবে প্রশাসনিক দুর্নীতিকে বাধা দেওয়ার তাগিদে। Hume তার পিতার মতোই একটি তালিকার প্রস্তাব রাখেন ভারতের প্রশাসনিক কর্মচারির ব্যায়ের সঠিক মুল্যায়নের[12]। সেই সময় একজন ভারতীয়কে ইংল্যান্ডে আসতে হত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ইংরাজ সেনাবাহিনীর বাজেট যা সরাসরি নির্ধারিত করা হত ভারতের জাতীয় বাজেটের উপর। 1886 সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় বিখ্যাত শিক্ষা বিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখ করেন যে কানাডার ফরাসি ভাষাভাষী যারা নিজেদের দেশের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

নিজের দেশের সেবার জন্য বিশ্বের কোনো দেশেই কোন ব্যক্তিকে দেশের বাহিরে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য ডাকা হয় না। কানাডা ইংরাজ সরকারের অধীনস্থ কানাডা। কিন্তু তাদের মর্যাদা হল এই যে সম্রাজ্ঞী অনুসারে

ফরাসি ভাষাভাষী কানাডিয়ানদের প্রয়োজন নেই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার কানাডার সেবায় নিযুক্ত হওয়ার পরে।[13]

1888 সালের কংগ্রেসের পণ্ডিত নারায়ণ ধর যিনি কংগ্রেসের কর্মীদের কেবেকের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করেন। নিম্নলিখিত এই বিশাল উক্তিটি করা হয়।

আমাকে ইংরাজ উপনিবেশের থেকে এক খণ্ড ইতিহাস নিতে দেওয়া হোক্, আমাকে কানাডার ও ইতিহাস দেওয়া হোক, আমি বলতে চাই না যে ভারত ও ইংরাজ উপনিবেশের সব উপমাই নিখুত। আমি মনে করি যে আরো অনেক মহান ঐতিহাসিক দর্শন আছে কানাডার ইতিহাসে যা ভারতের সরকারের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয় হয়ে দাড়ায়। কানাডা দুটি অংশে বিভক্ত। উচ্চ ও নিম্ন কানাডা, উচ্চ কানডা ইংরাজি আর নিম্ন কানাডা ফরাসি। কিছু সময় আগে কানাডার দুটি অংশ শাসিত হতো দুটি ভিন্ন সরকারের দ্বারা। যারা সমস্ত কানাডার অধিবাসীদের দায়িত্বে ছিল না। তাদের শুধুমাত্র ইংরাজ সরকার বহিস্কার করতে পারত। এই কানাডিয়ান যারা স্বশাসিত সরকারের সাথে কোনো মিল ছিল না। তারা অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ঐ ব্যবস্থায় ছিলো। 1837 সালে যখন রানি ভিক্টোরিয়া কনাডা তে এসেছিলেন Te Deums গাওয়া হয়েছিলো গির্জাতে তার সম্মানে, ধর্ম সভার সদস্যরা তাদের স্থান ছেড়ে বিদ্রোহের সূচনা করে। কানাডার জাতীয় সভা তাদের অসন্তোষকে ইংরাজ সরকারের কাছে তুলে ধরে। যার ফলে কানাডায় সামরিক নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। যখন এই ঘটনা ঘটেছিলো আপনি হয়ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন জেনে যে ইংরাজ রা এই ব্যপারে অবগত ছিলো না।

কানাডার ইতিহাস আমাদের মূলত তিনটি বিষয় শেখায়, প্রথমত স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা যার একটি নির্দিষ্ট সীমা ও সুরক্ষা যা সাম্রাজ্যের একতাকে মজবুত করে। দ্বিতিয়ত এই ইংরাজ জাতি সব সময়ই প্রস্তুত সবার সহিত ন্যায় করতে, যদি তারা কখনও তা না করতে পারে তার কারণ হল তাদের আরও তথ্যের প্রয়োজন এবং প্রয়োজন সঠিক জ্ঞানের। আর তৃতীয়ত আমাদের উচিত অত্যন্ত সাংবিধানিক পথে আন্দোলন প্রদর্শিত করা এবং আমাদের উচিত মহান ইংরাজ সরকারের কাছে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের প্রত্যাশাকে জানানো। যদি আমরা এইরকম পথে চলতে পারি আমি নিশ্চিত যে আমাদের আবেদন বৃথা হবে না।[14]

যদিও দায়িত্বপূর্ণ সরকারের একটি ভবিষ্যতের লক্ষ্য ছিলো এবং তাদের স্বয়াত্তশাসনের পন্থা ছিলো অত্যন্ত নম্র, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠতারা ইংরাজ প্রশাসনের বধিরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। Lord Dufferin প্রাক্তন কানাডার শাসক এবং ভারতে ভাইসরয় যিনি সরকারের বিরোধিতা বারিয়ে তুলেছিলেন এবং তিনি সংবিধানের মধ্যে স্তরীকরণের প্রস্তাব রেখেছিলেন যা রাজ্যের অধিকারের একটি প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া। প্রস্তাবিত মন্থর সংস্কারের কাছে প্রগতিশীল রাজনীতির প্রয়োজন ছিল একটি যৌক্তিক ও স্বচ্ছ স্বাধীনতা। ইতিমধ্যই সংবিধানিক সংস্কারের শান্তিপূর্ণ দাবি যা ভারতীয় কংগ্রেসের থেকে উদ্ভব হয় যা পরিচালনা করে Gopal Krishna Gokhale ও Sir Sultan Mohamed Shah (1877-1957) যিনি তৃতীয় আগা খান নামে জনপ্রিয় ছিলেন, তিনি ভারতীয় মুসলিম লিগের সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সম্ভাব্য জাতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। অক্লান্ত অধ্যাপক Gokhale 1905 সালে Servant of India Society প্রতিষ্ঠা করেন যিনি ঘোষণা করেন তার সংবিধানকে যে সংগঠনের লক্ষ্য হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক স্বাধীনতার অনুসরন করানো[15]। Gokhale যিনি লড়াই করেন কেবেকের ও কানাডার সাথে তুলনামূলক দায়িত্বপূর্ণ একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এলাহাবাদের একটি ভাষণে Gokhale মন্তব্য করেন যে ফরাসিদের কানাডা ও ইংরাজ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার যা অত্যন্ত অনুকূল জায়গা যেটা হতে পারতো। ইংরাজ রাজের বুদ্ধির প্রশংসার যোগ্য যেমনটা ইতিহাসে বলা হয়েছে সকলের জন্য রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক স্বাধীনতা।[16]

Aga Khan বর্ণনা করে ছিলেন সাংবিধানিক সংস্কারের অপর্যাপ্ততাকে যার কারন ছিলো ইংরাজ আধিপত্যের অভিলাষ যা ভারতীয়দের রাজনীতি কে একটি নিম্নপদের রাজনীতির মধ্যে সীমাব্দ্ধ করতে চেয়েছিল। Aga Khanএর মতে "বর্ণ বৈষম্যতা আরো প্রকট হবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং শ্বেতাঙ্গরা তাদের আইনকানুনের উৎকৃষ্টতার বলে অপরের উপর আধিপত্যতা করে যাবে।" [17] Aga Khan এর মতে ভারতীয়দের কাছে সরকারি দায়িত্বের ভার তুলে দেওয়া যা অত্যন্ত বিপদজনক কারণ তা উপনিবেশিক বৈধতার অন্তরায় হতে পারে। Aga Khan "এর মতানুসারে অধিরাজ্যের সম্বন্ধে আমাদের এখন বলার সঠিক সময় নয়, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের দ্রুত উন্নয়ন কি যথেষ্ট নয় শিক্ষাদানের জন্য?"[18]

এই সংস্কারক নেতা যিনি একই ভাবে চিন্তিত ছিলেন স্বদেশেরত মুসলিমদের সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে। সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থা যা তাকে বাধ্য করে আন্দোলনের পথে যেতে তাদের দায়িত্বপূর্ণ সরকারের কাছে তাদের সুরক্ষার তাগিদে। তিনি বলেন "আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যেনো আমাদের আর সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচনা না করে বরং জতিগত মর্যাদা দেওয়া উচিত যাদের অধিকার আবশ্যিক তাদের অবস্থান অনুসারে"[19] এই সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা যা বৃদ্ধি করে ধার্মিক ভেদভাবকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও যা ইতিমধ্যেই একটি প্রতিদ্বন্দীতার স্থান পেয়েছে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে। Aga Khan ও "ভূপালের নবাবের আলোচনা হয়েছিলো যা মূলত কানাডিয়ান প্রত্যয় সামনে রেখে হিন্দু ও মুসলিদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভারত গঠনের পরিকল্পনা যার অনুসারে হয় ভারত সন্ধিবদ্ধ দেশ হবে অথবা কানাডার মত রাষ্ট্রকে অনুসরণ করবে যার সর্বোচ্চ ক্ষমতা নির্ধারিত হয় কেন্দ্রিয় সরকারের মাধ্যমে"।[20] ইতিমধ্যে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন বঙ্গবভঙ্গ এবং মুসলিম লিগের গঠন যা সংবিধানিক সংস্কাররের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে (Morley-Minto 1990) এবং ভারতীয় সংস্কারকদের হতাশ করে যার ফলে তার আর আগ্রহী ছিলেন না কেবেকের মত একটি রাজনৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করতে।

চরমপন্থীদের মধ্যে লেখক অরবিন্দ ঘোষ "বন্দেমাতারম" পত্রিকার সম্পাদক যিনি কংগ্রেসের স্তরবাদের বিরোধিতা করে প্রশ্ন তোলেন ইংরাজ সাম্রাজ্যের দায়িত্তপূর্ণ সরকারের পন্থার উপযোগিতা নিয়ে।

ভারতীয় নরমপন্থীদের কামনা হল সাম্রাজ্যিক নাগরিক হওয়ার। তাদের প্রত্যাশা হলো সাম্রাজ্যিক সমান অধিকারের। তাদের সাম্রাজ্যের এবং তার রাজনীতির প্রতি বিশ্বস্ততা যা স্বাভাবিক ভাবেই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বশাসিত সরকার গঠনের সাহায্য করবে।[21]

চরমপন্থীরা প্রদর্শন করে যে ইংরাজ সরকারের অন্তর্গত একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকারের গঠন যা সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা, "স্বাধীন সরকার গঠনের ধারণা অথবা স্বশাসিত সরকার গঠন করা যা প্রকৃতই একই অর্থ বহন করে"[22] চরমপন্থীরা যারা প্রস্তাবিত করেন কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের যেমন স্বদেশী আন্দোলনের অনুসারে বস্ত্র বয়কট এবং সর্বপরি স্বাধীনতা উপনিবেশকে বর্জন করে। লন্ডনের অপ্রতুল সংস্কার যা নরমপন্থীদের দায়িত্বপূর্ণ সরকার গঠনের স্বপ্নকে চূর্ণ করে এবং অপর দিকে জাতীয়তাবাদের দাবি আরও চরম হয়ে ওঠে যা সমাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রবাদের পথে চালিত করে।

উপসংহারঃ কেবেকোয়া ধারার প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহকে মুল্যায়ন হয় দুটি দেশের আধুনিক রাজনীতির সন্ধানের যার ভিত্তি হল দুটি দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এই বৈশিষ্ট্যকে সারাংশ করলে দেখা যায় দুটি অভিন্ন রাজনীতি যা উপনিবেশিক বক্তব্যের পূর্ণতা দেয়। উপনিবেশিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ উপনিবেশিক বিষয়ের মাধ্যমে করা যা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিকাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই দুটি বিষয়ের ভারত ও কেবেকের রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা সন্ধান চালায় এমন একটি আদর্শের যা দুটি দেশের মানুষের শাসনতন্ত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারে।

আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারি যে ভারত ও কেবেকের মধ্যে তুলনা করা যা অত্যন্ত জটিল যদিও এটি অধ্যয়নের বিষয় নয়, তার সত্ত্বেও কেবেক অভিজাত ভারতীয়দেরর চিন্তাধারাকে আকৃষ্ট করেছে যা প্রদর্শন করে কেবেকের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের বোধগম্যতা এবং কিভাবে এটি দূরের চিন্তাবিদদের আগ্রহিত করে। এই দৃষ্টভঙ্গি থেকে কেবেকোয় ধারা যা ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের অনুপ্রেরিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত সংবিধানের গঠনকে। বলা বাহুল্য যে কেবেকের ধারার প্রভাব ভারতীয় জাতিয়তাবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এটি স্পষ্ট ছিল যে কেবেকের সাংবিধানিক ধারা যা বিপুলভাবে আগ্রহিত করেছিলো ভারতীয় অভিজাত জাতীয়তাবাদীদের।

কেবেকের একটি গূঢ় বাস্তব যে অভিজাত ভারতীয়দের কেবেকের প্রতি আগ্রহ যা জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রকাশিত হয়। এছারাও কেবেকের রাজনৈতিক অবস্থান কে ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ যা দায়িত্বপূর্ণ সরকারের গণতান্ত্রিক ধারণার বিপুল বিন্যাস করে। সেকালের ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি বৈপ্লবিক ধারণার প্রসার ঘটায়। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও নথিপত্রে নরমপন্থীরা উল্লেখিত করে কেবেকে প্রতি আগ্রহ ও তার সাম্রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্জনের পদ্ধতিকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নরমপন্থীদের কাছে ফরাসি কানাডিয়ানরা হয়ে ওঠে ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে আইনি সমতার অন্যতম উদাহরণ যা নিশ্চিত করে দায়িত্বপূর্ণ সরকারের রাজনৈতিক সমতাও।

---

[1] Louis Joseph Papineau, ভাষণ রাখে কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠানের 23 তম জন্মজয়ন্তিতে 17 ডিসেম্বর 1867 সালে.

[2] A. Moin Zaidi, *The Grand Little Man of India, Dadabhai Naoroji. Speeches & Writings*, New Delhi, Publication Dept., Indian Institute of Applied Political Research, 1985, p. 70.

[3] 'Petition to parliament from the members of the British Indian Association and other Native inhabitants of the Bengal Presidency, relative to the East India company's Charter' (1852), p. 25 পাতা S. R.Mehrotra, *India and the Commonwealth, 1885-1929*, London, George Allen & Unwin LTD, 1965, p. 30.

[4] *Hindoo Patriot*, 24 আগষ্ট 1874 সাল Edward Moulton, *The Congress and Indian Nationalism, Historical Perspectives*, London, Curzon press, Wellesley Hills, Riverdale, 1991, p. 225.

[5] Ram Chandra (ed.), *Speeches Babu Surendranath Banerjea, 1876-84, Vol. I & II,* 2nd edition, New Delhi, S. K. Lat-Tiri & Co., 1981, p. IX.

[6] Ibid., p. 224.

[7] National Archives of India (NAI) Report of Native Papers no. 26, *Ananda Bazar Patrika*, 15 March 1882.

[8] NAI, Report of Native Papers no. 29, *The Navavibbhakar*, 18 July 1885.

[9] NAI, Report of Native Papers no. 29, *Surabhi*, 1st September 1885.

[10] NAI, Foreign Dept. Internal A. Proceedings, March 1887, no. 134-136. 'Presentation to the Maharaja of Jaipur of certain publications by the Canadian government'. Office memo no. 311, Calcutta, 28 February 1887. From the Offg. Under-Secretary of the

Gov. for the Maharaja of Jaipur. List of books received from the Canadian Government for the Maharaja of Jaipur include *The Speech of Ho'ble J. A. Chapleau on the motion made before the House of Commons on the 11th march 1886 to blame the Government of having allowed the execution of Louis Riel*. *Epitome of Parliamentary Documents in Connection with the North-West Rebellion, 1885,* Canada Secretary of State , Ottawa, Maclean, Roger & Co., 1886.

11 *Morning Post*, 17 May 1886, Allahabad, in Mehrotra, p. 33.

12 Proceedings of the First Indian National Congress, 1885, Bombay, p. 2-3, যা নির্দিষ্ট ভাবে তিন ও চার নম্বর সমাধানে দেখতে পাওয়া যায়।

13 Report of the Proceedings of the Second Indian National Congress, 1886, Calcutta, p. 50.

14 Report of the Proceedings of the Fourth Indian National Congress, 1888, Allahabad p. 90-91.

15 B. R. Nanda, *Gokhale*. *The Indian Moderates and the British Raj*, New Delhi: Oxford University Press 1998, p. 175.

16 Ibid, p. 263.

17 Agha Khan III, Mémoires, Paris, Albin Michel, 1955, p. 61.

18 Ibid

19 Ibid., p. 137.

20 Ibid., p. 259.

21 *Bande Mataram*, 25 February 1907.

22 *Bande Mataram*, 31 December 1906.